বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল এন্ড স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ আইন, ২০১৩

সূচি

ধারাসমূহ

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন
২। সংজ্ঞা
৩। ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা
৪। ইনস্টিটিউটের কার্যালয়
৫। ইনস্টিটিউটের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
৬। ইনস্টিটিউটের ক্ষমতা
৭। পরিচালনা ও প্রশাসন
৮। পরিচালনা বোর্ড গঠন, ইত্যাদি
৯। চেয়ারম্যান ও ভাইস-চেয়ারম্যানের নিয়োগ, ইত্যাদি
১০। পরিচালনা বোর্ডের সভা
১১। মহাপরিচালক
১২। জ্যেষ্ঠ ফেলো
১৩। কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ, ইত্যাদি
১৪। তহবিল
১৫। বাজেট
১৬। হিসাবরক্ষণ ও নিরীক্ষা
১৭। বার্ষিক প্রতিবেদন
১৮। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা
১৯। প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা
২০। ইংরেজীতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ, ইত্যাদি
২১। রহিতকরণ ও হেফাজত

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল এন্ড স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ আইন, ২০১৩

২০১৩ সনের ৬৬ নং আইন

[২৭ নভেম্বর, ২০১৩]

Bangladesh Institute of International and Strategic Studies Ordinance, 1984 (Ordinance No. XXVII of 1984) রহিতক্রমে উহা পুনঃপ্রণয়নের উদ্দেশ্যে প্রণীত আইন।

যেহেতু Bangladesh Institute of International and Strategic Studies Ordinance, 1984 (Ordinance No. XXVII of 1984) রহিতক্রমে উক্ত বিষয়ে যুগোপযোগী আকারে একটি আইন পুনঃপ্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্‌দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:-

সংক্ষিপ্ত শিরোনামা ও প্রবর্তন

১। (১) এই আইন বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল এন্ড স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ আইন, ২০১৩ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

সংজ্ঞা

২। বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে-

(১) "ইনস্টিটিউট" অর্থ ধারা ৩ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল এন্ড স্ট্যাটেজিক স্টাডিজ;

(২) "কর্মকর্তা ও কর্মচারী" অর্থ ইনস্টিটিউটের কোন কর্মকর্তা ও কর্মচারী;

(৩) "চেয়ারম্যান" অর্থ ইনস্টিটিউটের চেয়ারম্যান;

(৪) "তহবিল" অর্থ ইনস্টিটিউটের তহবিল;

(৫) "বোর্ড" অর্থ ধারা ৮ এর অধীন গঠিত পরিচালনা বোর্ড;

(৬) "বিধি" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি;

(৭) "ভাইস-চেয়ারম্যান" অর্থ ইনস্টিটিউটের ভাইস-চেয়ারম্যান;

(৮) "প্রবিধান" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত প্রবিধান;

(৯) "মহাপরিচালক" অর্থ ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক; এবং

(১০) "সদস্য" অর্থ বোর্ডের সদস্য।

ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা

৩। (১) Bangladesh Institute of International and Strategic Studies Ordinance, 1984 (Ordinance No. XXVII of 1984) এর অধীন প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল এন্ড স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ এমনভাবে বহাল থাকিবে যেন উহা এই আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

(২) ইনস্টিটিউট একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে এবং উহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সীলমোহর থাকিবে এবং এই আইন ও তদধীন প্রণীত বিধি সাপেক্ষে, উহার স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করিবার, অধিকারে রাখিবার ও হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা থাকিবে এবং ইনস্টিটিউট উহার নামে মামলা দায়ের করিতে পারিবে এবং উহার বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করা যাইবে।

ইনস্টিটিউটের কার্যালয়

৪। (১) ইনস্টিটিউটের প্রধান কার্যালয় ঢাকায় থাকিবে।

(২) ইনস্টিটিউট উহার কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার স্বার্থে বাংলাদেশের যে কোন স্থানে উহার শাখা স্থাপন, স্থানান্তর বা বিলুপ্ত করিতে পারিবে।

ইনস্টিটিউটের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

৫। ইনস্টিটিউটের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হইবে-

(ক) আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, জাতীয় বিষয়াবলী এবং রাষ্ট্রীয় নীতির সঙ্গে সম্পর্কিত নিরাপত্তা, প্রতিরক্ষা, বহিঃসম্পর্কীয় এবং আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা ও তার কৌশলগত দিকসহ যাবতীয় বিষয়ে অধ্যয়ন, গবেষণা এবং আহরিত জ্ঞান বিতরণ ও উৎকর্ষ সাধনের দায়িত্ব গ্রহণ;

(খ) দফা (ক) এ বর্ণিত বিষয়সমূহ সম্পর্কে সরকার কর্তৃক পরিকল্পনা প্রণয়ন, নীতি নির্ধারণ ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকারের চাহিদা মোতাবেক প্রয়োজনে ইনস্টিটিউট কর্তৃক সহায়তা প্রদান;

(গ) প্রাসঙ্গিক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিষয়াবলী এবং নীতি সম্পর্কে আরও অধিকতর জ্ঞান অর্জনের লক্ষ্যে এবং প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ এবং সংশ্লিষ্ট প্রাজ্ঞজনের মধ্যে জ্ঞান ও দৃষ্টিভঙ্গি বিনিময়ের লক্ষ্যে একটি কার্যকর ফোরাম গঠন;

(ঘ) এই আইনে বর্ণিত বিষয়ে দেশের অভ্যন্তরে ও বাহিরে অধ্যয়ন ও গবেষণায় নিয়োজিত প্রতিষ্ঠান ও প্রাজ্ঞজনের মধ্যে তথ্য, মতামত ও উপকরণ বিনিময়;

(ঙ) আন্তর্জাতিক বিষয়াবলী ও কৌশল বিদ্যা (Strategic Studies) অধ্যয়ন ও গবেষণার জন্য তথ্য-সংরক্ষণ কেন্দ্র হিসাবে দায়িত্ব পালন।

ইনস্টিটিউটের ক্ষমতা

৬। (১) ধারা ৫ এর দফা (ক) এ উল্লিখিত জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক বিষয়াবলী সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের লক্ষ্যে সভা, বক্তৃতা, সেমিনার, ওয়ার্কশপ এবং কনফারেন্স, ইত্যাদি আয়োজনকরণ;

(২) ইনস্টিটিউট কর্তৃক পরিচালিত অধ্যয়ন, সমীক্ষা, গবেষণা ও পর্যবেক্ষণের উপর তথ্য সম্বলিত পুস্তক, সাময়িকী এবং প্রতিবেদন প্রকাশ;

(৩) রিসার্চ স্কলারশিপ এবং ফেলোশিপ প্রদান; এবং

(৪) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে প্রাসঙ্গিক অন্যান্য কার্য এবং সরকার কর্তৃক সময় সময় অর্পিত যে কোন দায়িত্ব সম্পাদন।

পরিচালনা ও প্রশাসন

৭। (১) ইনস্টিটিউটের পরিচালনা ও প্রশাসনের দায়িত্ব একটি পরিচালনা বোর্ডের উপর ন্যস্ত থাকিবে এবং ইনস্টিটিউট যে সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্যসম্পাদন করিতে পারিবে, পরিচালনা বোর্ডও সেই সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্যসম্পাদন করিতে পারিবে।

(২) পরিচালনা বোর্ড উহার দায়িত্ব পালন ও কার্যসম্পাদনের ক্ষেত্রে এই আইন, বিধি, প্রবিধান ও সরকার কর্তৃক সময় সময় প্রদত্ত আদেশ ও নির্দেশনা অনুসরণ করিবে।

পরিচালনা বোর্ড গঠন, ইত্যাদি

৮। (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে ইনস্টিটিউট এর একটি পরিচালনা বোর্ড গঠিত হইবে, যথা:-

(ক) চেয়ারম্যান, যিনি পরিচালনা বোর্ডের সভাপতিও হইবেন;

(খ) ভাইস-চেয়ারম্যান;

(গ) সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়;

(ঘ) সচিব, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়;

(ঙ) সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়;

(চ) সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়;

(ছ) সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়;

(জ) সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়;

(ঝ) সচিব, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ;

(ঞ) বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর চীফ অব জেনারেল স্টাফ (সিজিএস);

(ট) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন অতিরিক্ত সচিব ;

(ঠ) মহাপরিচালক (গবেষণা), পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়;

(ড) বাংলাদেশ নৌবাহিনীর সহকারী নৌবাহিনী প্রধান;

(ঢ) বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর সহকারী বিমানবাহিনী প্রধান;

(ণ) সরকার কর্তৃক মনোনীত আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা সম্পর্কিত বিষয়ে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ৩ (তিন) জন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি; এবং

(ত) মহাপরিচালক, যিনি উহার সদস্য-সচিবও হইবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর দফা (ণ) তে উল্লিখিত বিশেষজ্ঞ সদস্য তাহাদের মনোনয়নের তারিখ হইতে ৩ (তিন) বৎসর পর্যন্ত স্বীয় পদে বহাল থাকিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পূর্বে সরকার, যে কোন বিশেষজ্ঞ সদস্যকে কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে তাহার দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবে:

আরও শর্ত থাকে যে, কোন বিশেষজ্ঞ সদস্য সরকারের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে স্বীয় পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন।

ব্যাখ্যা।- এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে ‘সচিব’ অর্থে সরকারের সিনিয়র সচিবও অন্তর্ভুক্ত হইবেন।

চেয়ারম্যান ও ভাইস-চেয়ারম্যানের নিয়োগ, ইত্যাদি

৯। (১) চেয়ারম্যান ও ভাইস-চেয়ারম্যান সরকার কর্তৃক নির্ধারিত মেয়াদে ও শর্তে নিযুক্ত হইবেন।

(২) চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান সরকার কর্তৃক নির্দেশিত অথবা বিধি দ্বারা নির্ধারিত দায়িত্ব পালন করিবেন।

পরিচালনা বোর্ডের সভা

১০। (১) এই ধারার অন্যান্য বিধানাবলী সাপেক্ষে বোর্ড উহার সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(২) বোর্ডের সভা চেয়ারম্যান কর্তৃক নির্ধারিত তারিখ, সময় ও স্থানে অনুষ্ঠিত হইবে।

(৩) বোর্ডের সভার কোরামের জন্য মোট সদস্য সংখ্যার অন্যূন এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতির প্রয়োজন হইবে।

(৪) বোর্ডের সভায় প্রত্যেক সদস্যের একটি করিয়া ভোট থাকিবে এবং ভোটের সমতার ক্ষেত্রে সভায় সভাপতিত্বকারী ব্যক্তির একটি দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট প্রদানের ক্ষমতা থাকিবে।

(৫) চেয়ারম্যান বোর্ডের সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন এবং তাহার অনুপস্থিতিতে ভাইস-চেয়ারম্যান সভাপতিত্ব করিবেন।

(৬) বোর্ডের কোন কার্য বা কার্যধারা কেবলমাত্র বোর্ডের কোন সদস্যপদে শূন্যতা বা বোর্ড গঠনে ত্রুটি থাকিবার কারণে অবৈধ হইবে না এবং তদ্‌সম্পর্কে কোন প্রশ্নও উত্থাপন করা যাইবে না।

মহাপরিচালক

১১। (১) ইনস্টিটিউটের একজন মহাপরিচালক থাকিবেন।

(২) মহাপরিচালক সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং তাহার চাকুরির শর্তাদি সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

(৩) মহাপরিচালকের পদ শূন্য হইলে কিংবা অনুপস্থিতি, অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে মহাপরিচালক তাহার দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হইলে, শূন্য পদে নবনিযুক্ত মহাপরিচালক কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত কিংবা মহাপরিচালক পুনরায় স্বীয় দায়িত্ব পালনে সমর্থ না হওয়া পর্যন্ত, সরকার কর্তৃক মনোনীত কোন ব্যক্তি মহাপরিচালকরূপে দায়িত্ব পালন করিবেন।

(৪) মহাপরিচালক ইনস্টিটিউটের প্রধান নির্বাহী হইবেন এবং তিনি বোর্ডের যাবতীয় সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য দায়ী থাকিবেন।

জ্যেষ্ঠ ফেলো

১২। (১) কূটনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, আন্তর্জাতিক অর্থনীতি, রাষ্ট্র বিজ্ঞান, প্রতিরক্ষা, আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা, আন্তর্জাতিক আইন এবং কৌশল বিদ্যার অধিক্ষেত্রসমূহে ইনস্টিটিউটে প্রথিতযশা ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন অনধিক ১০ (দশ) জন জ্যেষ্ঠ ফেলো থাকিবেন এবং তাহারা বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত শর্তে ৩ (তিন) বৎসর মেয়াদের জন্য নিযুক্ত হইবেন।

(২) গবেষণা, প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে জ্যেষ্ঠ ফেলো পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং অন্যান্য বিষয়ে ইনস্টিটিউটকে পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদান করিবেন।

(৩) মহাপরিচালক জ্যেষ্ঠ ফেলোদের কার্যক্রম সম্পর্কে সময় সময় সভা আহবান করিবেন এবং যদি কোন জ্যেষ্ঠ ফেলো অনিবার্য কারণে মহাপরিচালক কর্তৃক আহুত পরপর তিনটি সভায় লিখিতভাবে অবহিতকরণ ব্যতিরেকে, উপস্থিত থাকিতে ব্যর্থ হন, তাহা হইলে বোর্ডের সিদ্ধান্ত সাপেক্ষে, জ্যেষ্ঠ ফেলো হিসাবে তাহার নিয়োগ বাতিল করা যাইবে।

কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ, ইত্যাদি

১৩। (১) সরকার কর্তৃক অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো সাপেক্ষে, ইনস্টিটিউট উহার কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে।

(২) ইনস্টিটিউটের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়োগ পদ্ধতি ও চাকুরীর শর্তাবলী প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

১৪। (১) ইনস্টিটিউটের একটি তহবিল থাকিবে এবং উহাতে নিম্নবর্ণিত অর্থ জমা হইবে, যথা:- তহবিল

(ক) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;

(খ) সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, কোন বিদেশী সরকার, সংস্থা বা আন্তর্জাতিক সংস্থা বা ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;

(গ) উপহার ও বৃত্তি ;

(ঘ) গবেষণাকর্ম ও পরামর্শমূলক সেবাদি হইতে লব্ধ আয়; এবং

(ঙ) প্রকাশনা-সামগ্রী বিক্রয় এবং উহার রয়্যালটি বাবদ আয়।

(২) তহবিলের অর্থ বোর্ডের অনুমোদনক্রমে কোন তফসিলি ব্যাংকে জমা রাখিতে হইবে।

(৩) বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে উক্ত তহবিল পরিচালনা করা হইবে।

(৪) ইনস্টিটিউটের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের বেতন, ভাতা ও অন্যান্য পারিশ্রমিকসহ এই আইনের অধীন সংশ্লিষ্ট কার্যাবলীর জন্য তহবিল হইতে অর্থ ব্যয় করা যাইবে।

(৫) তহবিলের অর্থ হইতে সরকারের নিয়ম-নীতি, বিধি-বিধান অনুসরণক্রমে ইনস্টিটিউটের প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহ করা যাইবে।

(৬) তহবিলের অর্থ বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত কোন খাতে বিনিয়োগ করা যাইবে।

ব্যাখ্যা।- এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে 'তফসিলি ব্যাংক' বলিতে Bangladesh Bank Order, 1972 (P. O. No. 127 of 1972) এর Article 2(J) তে সংজ্ঞায়িত Schedule Bank.

১৫। ইনস্টিটিউট প্রতি বৎসর সরকার কর্তৃক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সম্ভাব্য আয়-ব্যয়সহ পরবর্তী অর্থ বৎসরের বার্ষিক বাজেট বিবরণী পেশ করিবে এবং উহাতে উক্ত অর্থ বৎসরে সরকারের নিকট হইতে ইনস্টিটিউটের কী পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হইবে উহারও উল্লেখ থাকিবে। বাজেট

হিসাব রক্ষণ ও নিরীক্ষা

১৬। (১) ইনস্টিটিউট যথাযথভাবে উহার হিসাব রক্ষণ করিবে এবং হিসাবের বার্ষিক বিবরণী প্রস্তুত করিবে।

(২) বাংলাদেশের মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, অতঃপর মহা হিসাব-নিরীক্ষক বলিয়া উল্লিখিত, প্রতি বৎসর ইনস্টিটিউটের হিসাব নিরীক্ষা করিবেন এবং নিরীক্ষা রিপোর্টের একটি করিয়া অনুলিপি সরকার ও ইনস্টিটিউটের নিকট প্রেরণ করিবেন।

(৩) উপ-ধারা (২) মোতাবেক হিসাব নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে মহা-হিসাব নিরীক্ষক কিংবা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি ইনস্টিটিউটের সকল রেকর্ড, দলিল-দস্তাবেজ নগদ বা ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ, জামানত, ভাণ্ডার এবং অন্যবিধ সম্পত্তি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারিবেন এবং চেয়ারম্যান, ভাইস-চেয়ারম্যান, মহাপরিচালক এবং ইনস্টিটিউটের অন্য যে কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিবেন।

(৪) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত নিরীক্ষা ছাড়াও, Chartered Accountants Order, 1973 (P. O. No. 2 of 1973) এর Article 2(1) (b) তে সংজ্ঞায়িত কোন Chartered Accountant দ্বারা হিসাব নিরীক্ষা করা হইবে এবং এতদুদ্দেশ্যে ইনস্টিটিউট Chartered Accountant নিয়োগ করিতে পারিবে।

বার্ষিক প্রতিবেদন

১৭। (১) ইনস্টিটিউট প্রতি অর্থ বৎসর শেষ হইবার পরবর্তী ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে তৎকর্তৃক উক্ত অর্থ বৎসরে সম্পাদিত কার্যাবলীর বিবরণ সম্বলিত একটি বার্ষিক প্রতিবেদন সরকারের নিকট পেশ করিবে।

(২) সরকার, প্রয়োজনবোধে, ইনস্টিটিউটের নিকট হইতে যে কোন সময় উহার যে কোন কর্মকাণ্ড বা ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত তথ্য, হিসাব-নিকাশ বা সংশ্লিষ্ট যে কোন বিষয়ের উপর প্রতিবেদন এবং বিবরণী আহ্বান করিতে পারিবে এবং ইনস্টিটিউট উহা সরকারের নিকট সরবরাহ করিতে বাধ্য থাকিবে।

বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা

১৮। এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা

১৯। ইনস্টিটিউট, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে এবং সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইন ও বিধির সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ নহে এইরূপ প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।

ইংরেজীতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ, ইত্যাদি

২০। (১) এই আইন কার্যকর হইবার পর সরকার, প্রয়োজনবোধে সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের ইংরেজীতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic Engllish Text) প্রকাশ করিতে পারিবে।

(২) এই আইনের বাংলা ও ইংরেজী পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

রহিতকরণ ও হেফাজত

২১। (১) এই আইন কার্যকর হইবার সঙ্গে সঙ্গে The Bangladesh Institute of International and Strategic Studies Ordinance, 1984 (Ordinance No. XXVII of 1984), রহিত হইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন রহিত হওয়া সত্ত্বেও, রহিতকৃত Ordinance এর অধীন-

(ক) কৃত কোন কার্য বা গৃহীত ব্যবস্থা এই আইনের অধীন কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে;

(খ) ইনস্টিটিউট কর্তৃক বা উহার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত কোন মামলা বা গৃহীত কার্যধারা বা সূচিত যে কোন কার্যক্রম অনিষ্পন্ন থাকিলে উহা এমনভাবে নিষ্পন্ন হইবে যেন উহা এই আইনের অধীন দায়েরকৃত বা গৃহীত বা সূচিত হইয়াছে;

(গ) ইনস্টিটিউট কর্তৃক সম্পাদিত কোন চুক্তি, দলিল বা ইনস্ট্রুমেন্ট এমনভাবে বহাল থাকিবে যেন উহা এই আইনের অধীন সম্পাদিত হইয়াছে;

(ঘ) কোন চুক্তি বা চাকুরীর শর্তে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইন প্রবর্তনের পূর্বে ইনস্টিটিউটের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী যে শর্তাধীনে চাকুরীতে ছিলেন, তাহারা এবং সকল জ্যেষ্ঠ ফেলো এই আইনের বিধান অনুযায়ী পরিবর্তিত না হওয়া পর্যন্ত, সেই একই শর্তে ইনস্টিটিউটের চাকুরীতে নিয়োজিত এবং, ক্ষেত্রমত, বহাল থাকিবেন।